টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
[illegible] ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট * ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা, স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
★
সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২৮শে মার্চ্চ, ১৯৭৩
নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

ছাত্রপরিষদ-যুব কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার

ধর্ম্মঘটের ডাক—জামিনে মুক্তি—ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার

সাংবাদিক সম্মেলন ॥ পুলিশের কথা

[নিজস্ব প্রতিনিধি]

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে মার্চ্চ—গত ২৩শে মার্চ্চ জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রের সন্নিকটে পরীক্ষা চলাকালে ছাত্রপরিষদ কর্মী সমীর সিংহ সহ পাঁচজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেন। তারই প্রতিবাদে স্থানীয় ছাত্র-পরিষদ ও যুব কংগ্রেস ঐ দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ২৭ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, পরীক্ষাকেন্দ্রের এলাকায় কর্ত্তব্যরত পুলিশের সঙ্গে উক্ত কর্মীদের মধ্যে কি কারণে বচসা শুরু হয়। পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও নানা কটূক্তি চলে। পরে পুলিশ প্রথমে সমীর সিংহ ও পরে আরও চারজন ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করে রঘুনাথগঞ্জ থানায় আনেন। পরে লুৎফল হক, এম, পি-এর চেষ্টায় তাঁরা জামিনে মুক্তি পান এবং ধর্মঘটও প্রত্যাহার করা হয়। গত ২৪শে মার্চ্চ ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেস কর্মীরা মিছিলসহকারে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর পরিক্রমা করে পুলিশী কার্যকলাপের প্রতি ধিক্কার জানান।

গত ২৪শে মার্চ্চ স্থানীয় ছাত্রপরিষদ কর্ত্তৃক আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান হয় যে, গত ২৩শে মার্চ্চ বিকেল ৪-২৫ মিনিটে জঙ্গিপুর কলেজ সংলগ্ন এলাকা থেকে পুলিশ ছাত্রপরিষদ কর্মী সমীর সিংহকে গ্রেপ্তার করে জামার কলার ধরে তাঁকে পুলিশ ভ্যানে তোলেন। এর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী বামাপদ দাস, জগন্নাথ সরকার, মোস্তাকিম সেখ ও গৌরীশঙ্কর ব্যানার্জী পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হন। তাঁদের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করেন। তাঁদের ভ্যানযোগে রঘুনাথগঞ্জ থানায় নিয়ে এলে ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা থানায় গিয়ে এস, ডি, পি, ও-এর নিকট দাবী করেন (১) বিনা সর্তে তাঁদের কর্মীদের মুক্তি। ২) অত্যাচারী পুলিশের শাস্তি। কিন্তু এস, ডি, পি, ও কোন দাবীই তাঁদের মানতে চাননি

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সড়ক চাই—হবে না

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৫শে মার্চ্চ—বল্লালপুরে ফীডার ক্যানালের উপর সেতু নির্ম্মাণের দাবীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে রাজ্য দফতরের নির্দ্দেশে এক তদন্ত হয়ে গেল। জনসাধারণের দাবী—বাস পূর্ব পারে, চাষ পশ্চিম পারে। এ ছাড়াও এই অঞ্চলের সাথে বিহার এলাকার সংযোগস্থল মাত্র ওই বল্লালপুর যেখানে ক্ষীয়মান মাটির সড়ক এখনো দেখা যায়। যদিও অবশ্য তদ্বিরের অভাবে পাহাড়ী বন্যার দৌলতে মাঝে মাঝে ভাঙ্গা। সড়ক অতএব চাই-ই। আন্দোলন মোটামুটি জোরদার।

কিন্তু ব্যারেজের মূল দপ্তর দিললীওয়ালারা ফতোয়া দিচ্ছেন যে, নৌ-পরিবহনের আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ফরাক্কা থেকে আহিরণের মধ্যে মাত্র তিনটি সেতু নির্মিত হয়েছে। বেশী সেতু নির্মিত হলে জলের স্রোত হবে অত্যধিক। তাতে নৌ-পরিবহনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। আন্তর্জাতিক মান অনুসারে একটি সেতু তৈরী করতে খরচ পড়বে প্রায় কোটি টাকা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফীডার ক্যানালে যে নটি ঘাটের মাধ্যমে বিনা পয়সায় যাত্রী, গাড়ী ও মাল পারাপারের ব্যবস্থা হচ্ছে বা হয়েছে, এর মধ্যে কোনও একটি স্থানে বাড়তি একটি সেতু নির্মিত হলে, বাকীগুলির জন্য তখন আন্দোলন শুরু হবে। হয়ত আদালত হতে পারে! অতএব ……।

বৃত্তিকর আদায়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের উপর জুলুম

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৬শে মার্চ্চ—পঞ্চায়েতী রাজের এক নমুনাচিত্র তুলে ধরছি। স্থান ফরাক্কা থানার মহাদেবনগর অঞ্চল। 'বৃত্তি কর' নামে নূতন কর আদায়ের জন্য ওই অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান গত সপ্তাহে বহু চৌকিদার, দফাদার এবং আদায়কারী পাঠিয়ে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য দুজন দরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষকের গৃহে হানা দেন। অপর একজন শিক্ষককে তাঁর বিদ্যালয়ে ঘেরাও করার জন্য মিলিত হন, কিন্তু কাজটি অবৈধ হয়েছে মনে করে সদলবলে ফিরে যান।

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ জাতীয় সঙ্গীত লইয়া ॥

যে কোন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত ঐ দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও গভীর মানসিকতার মূল্যবোধ সংপৃক্ত। জাতীয় সঙ্গীত তাই মনের পরতে পরতে জাগায় দেশের প্রতি এক মমত্ববোধের প্রেরণা, অন্তরে সঞ্চার করে শ্রদ্ধাভক্তি।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'-র একটি অবিচ্ছিন্ন ধারায় কষ্টবরণ, আত্মদান ও বৈপ্লবিক জাগরণের রোমাঞ্চকর ইতিহাস যুক্ত রহিয়াছে। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ সন্তানদের দুশ্চর জীবন-বেদ পরবর্তীকালের শত শত স্বাধীনতাসংগ্রামী বীর সৈনিককে দেশমাতৃকার পদতলে রক্তাঞ্জলি অর্পণে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। আবার 'জনগণমন' সহস্র মনকে একসূত্রে বাঁধিয়া ভারত ভাগ্যবিধাতার সার্বিক উপলব্ধির পথে মহান উত্তরণ। তাই এই উত্তরণ ও মৃত্যুহীন প্রাণের প্রতি আন্তর শ্রদ্ধাভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ দুই যুগ পূর্বে সংসদে প্রজাতন্ত্রী ভারত দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিল, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' ও 'জনগণমন'।

দীর্ঘদিন ধরিয়া বোম্বাইয়ের পৌরবিদ্যালয়গুলিতে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 'বন্দেমাতরম্' চলিয়া আসিতেছিল। সাম্প্রতিক সংবাদে জানা যায়, এক শ্রেণীর সঙ্কীর্ণবুদ্ধির প্রভাবে নাকি সেখানকার কংগ্রেস দল দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ধর্ম্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিতেছেন। অবশ্য কেন্দ্রীয়ভাবে এই বিষবৃক্ষের সমূল উৎপাটন আমরা আশা করিব।

আর এক দিক দিয়া ক্ষেত্রবিশেষে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাপোষণের উদাসীনতা জাতীয় চেতনাকে পঙ্কিল করিতেছে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সিনেমাগৃহে প্রতি শো-এর শেষে জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ হইলেই পড়ি-কি-মরি আকারে নিষ্ক্রমণ শুরু হয়। স্থানীয় 'ছায়াবাণী'তে শো-এর শেষে যে 'জনগণমন'-রেকর্ড অনেক দিন হইতে বাজিতেছে, তাহাতে গানটির সুনির্দিষ্ট অংশটুকু সম্পূর্ণ নাই, খাপছাড়াভাবে শেষ হয়। ইহাতে সরকারী, বেসরকারী, শাসকদল, বিরোধীদল নির্বিকার। এই সব নমুনায় তাবৎ স্বাধীন জাতি-সমূহ নিশ্চয়ই তারীফ করিবেন না।

নমস্তে জ্ঞানসাধিকে সুরামাংসপ্রিয়ে

লটারী পুরস্কারের অন্যতম আকর্ষণ—বিশ্ববিশ্রুত স্কচ হুইস্কি জনিওয়াকার এবং ভারমুথ। যিনি পান নাই, তিনি ভারমুখ। ভাগ্যবান প্রাপ্ত পুরস্কার নক্সায়িত পাত্রে ঢালিয়া চুমুক দিতে দিতে কলিকাতার মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়ের এই অভিনব ব্যবস্থার প্রশংসা নিশ্চয়ই করিয়াছেন।

সুরাভাণ্ড বিদ্যালয়টির অর্থভাণ্ড পূর্ণ করিয়া থাকিবে। বিধান সভার জনৈক কংগ্রেস সদস্য ইহা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীর সাধনক্ষেত্রে উল্লেখিত বস্তু সর্বৈব দুষণীয়—ইহাকে মধ্যযুগীয় সংস্কার বলিতে পারেন অতি আধুনিক মন (দম মারে দম)। উক্ত কংগ্রেস সদস্য খোঁজ করিলে জানিতে পারিবেন যে, মিশনারী বিদ্যালয়গুলি এই দেশের জলহাওয়ায় পুষ্ট হইয়া স্বদেশী রুচি-কৃষ্টি-ভাবধারা বজায় রাখে। বিদেশী বুলি কপচাইয়া এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়া দুলাল-দুলালীরা মিঃ ডাট্ বাসু চাটার্জিয়া সংসারে 'ড্যাডি-মামি-আন্টি রুচিতে মানুষ—উত্তরকালে এই দেশের ব্যুরোক্র্যাসির সার্থক পথিক।

স্বয়ং জগন্মাতাই মহিষাসুর বধের প্রাক্কালে 'পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণ লোচনা'—বার বার পান ?) করিলেন এবং আরক্তনয়না হইয়া অট্টহাস্য করিলেন; তখন জ্ঞানসাধিকাদের এই পীঠভূমিতে অজ্ঞানত-অসুর নিধনে 'বিলাতী' পংক্তেয় হইবে না কেন ?

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধ "জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস" অনিবার্য্য কারণবশতঃ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না।

—সঃ জঃ সঃ

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

অনুতপ্ত সন্তান ও মুমূর্ষু জননী

পুত্র। স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার!
এতদিন চিনিতে মা, পারিনি তোমারে।
অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি দুরাচার,
পেয়েছ কতই কষ্ট মোর ব্যবহারে!

মাতা। বৃথা দুঃখ করিও না ওরে বাছা ধন!
বেঁচে থাক তুমি মোর চিরজীবী হ'য়ে।
বারেক হেরিয়া তোর ও চাঁদ বদন,
জীবনের যত কষ্ট যেতাম ভুলিয়ে।

পুত্র। উচ্চ শিক্ষা লভি তব ভিক্ষালব্ধ ধনে,
চাকুরীতে বহু অর্থ করেছি অর্জ্জন;
সে অর্থ করেছি ব্যয় বিলাস ব্যসনে,
পাও নাই তুমি মাগো, অশন-বসন!

মাতা। দুঃখ করিও না বাছা অতীত স্মরিয়া;
যা খেয়েছি যা পরেছি তোমার সকলি।
মরণে পাইনু সুখ তোমারে হেরিয়া,
'মা' ডাক শুনিয়া তোর, পেয়ে জলাঞ্জলি।

পুত্র। হবিশূন্য হবিষ্যান্ন অপরাহ্ণ বেলা
খাইতে মা কত কষ্ট হয়েছে তোমার!
চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয় খেয়েছি ত মেলা;
মাতৃসেবা অপরাধ হবে কি আমার?

মাতা। ষাট্-ষাট্, নাহি তোর কোন অপরাধ;
যদি কিছু থাকে তাহা করেছ অজ্ঞানে
দুধে-ঘিয়ে খাও বৎস, করি আশীর্ব্বাদ,
তৃপ্ত ক'রো মোরে বাপ, জলপিণ্ড দানে।

পুত্র। এইরূপ আধুনিক হিন্দুর তনয়
ঠিক বলিয়াছ মাগো! কর্তব্য ভুলিয়া
মা বাপের সেবা তরে করিবে না ব্যয়,
ম'রে গেলে করে হায়, বৃষোৎসর্গ ক্রিয়া।

'জঙ্গিপুর সংবাদ'
৩।৪ ১৩২৩ ইং ১৯।৭।১৯১৬

ট্রাকে চাপা পড়ে মৃত্যু

সাগরদীঘি, ২২শে মার্চ্চ গত মঙ্গলবার ৩৪নং জাতীয় সড়কে গাঙ্গাড্ডা গ্রামের কাছে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ কিশোরী দাস নামে শীতলপাড়ার একজন পথচারীকে একটি মালবোঝাই ট্রাক চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই শ্রীদাসের মৃত্যু ঘটে। ট্রাকটির কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

কলেজ ল্যাবরেটরীতে আগুন

জিয়াগঞ্জ, ২২শে মার্চ্চ—আজ এখানে শ্রীপৎসিং কলেজের কেমিষ্ট্রী ল্যাবরেটরীতে আকস্মিকভাবে আগুন লেগে যায়। ফলে একটি টেবিল সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক চার হাজার টাকা। দমকলবাহিনীর সারাদিনের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে।

ক্লাশ শেষ হওয়ার পর টেবিলে দাহ্য পদার্থের অবস্থানের ফলেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। সৌভাগ্যক্রমে কেউ হতাহত হননি।

অনাহারে আরও মৃত্যু

সাগরদীঘি, ২৪শে মার্চ্চ—এই থানার গ্রামাঞ্চল থেকে অনাহারে আরও মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। সর্ব্বশেষ মৃত্যু-সংবাদটি পাওয়া গিয়েছে জালবান্ধা গ্রাম থেকে। মৃত ব্যক্তির নাম শ্রীকমলাকান্ত সাহা (৪৫)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অনাহারে ছিলেন। দশটি অঞ্চলের প্রায় সমস্ত গ্রাম থেকেই অনাহারে থাকার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে খরার প্রকোপ ক্রমশঃই বাড়ছে। অবিলম্বে ত্রাণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে খরাক্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে মহামারী আসন্ন।

ট্রাক ছিনতাই

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে মার্চ্চ—গত ১৭ই মার্চ্চ রাত্রে ৩৪নং জাতীয় সড়কের অনুপপুরের নিকট আসামের ডোয়ার্স কোম্পানীর মাল বোঝাই একটি ট্রাকের (No. A S D 5076) গতিপথ রুদ্ধ করে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ট্রাকে উঠে ট্রাকচালককে মারধোর করে ট্রাক থেকে ফেলে দিয়ে ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ ট্রাকটির সন্ধানে বিহার বর্ডার পর্যন্ত যান। পুলিশের ধারণা ট্রাকটি দুমকার দিকে গিয়েছে। ট্রাকচালক বর্ত্তমানে হাসপাতালে।

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭শে মার্চ্চ—স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত মোক্তার রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় দীর্ঘদিন রোগ-ভোগের পর গত ২৩শে মার্চ্চ ৮৭ বৎসর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

গত ২৬শে মার্চ্চ স্থানীয় প্রবীণ আইনজীবী জ্ঞানেন্দ্রভূষণ গুপ্ত মহাশয় ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ছয় পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন। জ্ঞানবাবু স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নৃশংস হত্যা

নিমতিতা, ২৮শে মার্চ্চ—গত ২৩শে মার্চ্চ ভোর রাত্রে স্থানীয় মঃ আলাউদ্দিন নিজ ভ্রাতা মঃ কাসিম কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে খুন হন। তাঁর কণ্ঠদেশে গভীর ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। সমসেরগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া সত্ত্বেও আজ বেলা ১০টা পর্যন্ত পুলিশের কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি।

যাত্রাভিনয়

মির্জাপুর, ২৫শে মার্চ্চ—মির্জাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে তিনদিনব্যাপী যাত্রাভিনয় হয়ে গেল। কলকাতার সুবিখ্যাত 'কনক অপেরা' ২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ্চ অভিনয় করলেন যথাক্রমে 'মায়ের প্রাণ,' 'রক্তাক্ত অভিযান' এবং 'কাঁদিতে জনম গেল।' ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীনির্ম্মল মনিয়া এবং শ্রীকাশী কৈলঠা।

সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য

মির্জাপুর, ২৬শে মার্চ্চ—স্থানীয় নওদা গ্রামে এক শ্রেণীর সমাজবিরোধীর দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে। কিছুদিন থেকেই এই অঞ্চলে ব্যাপক চুরির হিড়িক পড়ে যায়। স্থানীয় যুব-কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহায়তায় গ্রামবাসী এ মোকাবিলা করছিলেন। গত ২৫শে মার্চ্চ ঐ সমাজবিরোধীদের সমর্থক বলে কথিত একদল লোক লাঠি-বর্শা প্রভৃতি নিয়ে প্রতিরোধ-কারীদের আক্রমণ করে, ফলে স্থানীয় ক্লাবগৃহটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুলিশের হস্তক্ষেপের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই এপ্রিল, ১৯৭৩

১১/৭০ মনি ডিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষাল দেঃ মৃণালিনী দেবী দাবি ৪০৩-৩৭ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ৩৩৯নং খতিয়ান ২ শতক মায় তদুপরিস্থিত পোক্তা দালান গৃহাদি আঃ ৫০০৲

১০/৭২ মনি ডিঃ শ্যামলাল হালদার দেঃ নটবর হালদার দাবি ২৯৫-৭২ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সোনাটিকুরী ১-৩৭ শতক জমির কাত ৩/১৪ গণ্ডা মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি কপাট, চৌকাঠ, চালছাপ্পর নওয়া জিম্বাদিসহ আনুমানিক মূল্য ২৫০৲ খং নং ৫৯৩ রায়ত স্থিতিবান

৬/৭২ মনি ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দেঃ সবিতা-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল দাবি ৯৯৬১৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ মধ্যে ২০ শতকের কাত ৩৪-৮ দেন্দারের অর্দ্ধাংশ তদুপরিস্থিত ইমারত ঘর, চৌকাঠ, কপাট, চালছাপ্পর নওয়া জিম্বাসহ আঃ ৫০০৲

২/৭১ মনি ডিঃ জামসেদ আলি বিশ্বাস দেঃ প্রতিভাসুন্দরী দাসী দিং দাবী ৮৫০-২৫ থানা সুতী মৌজে হিলোড়া ৮০ শতক মধ্যে ৪০ শতকের ½ অংশ খাজনা ।৶২ পাই আঃ ২৫৲ খং নং ১৪৯২ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ২২৭ শতকের ৶ আনা অংশের ½ অংশ খাজনা ২৸৯ পাই আঃ ৫০৲ খং নং ১২৬৩ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৫৫ শতক পুকুর মায় পাহাড় মোট খাজনা ১৫-৩০ পয়সা পরতামত খাং ।০ আনা ইহার ৬॥ = অংশ আঃ ৫০৲ খং নং ৩৯৬৮ ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ২৩ শতকের ॥০ আনা অংশে মোট খাজনা ৩৶০ পরতামত ১॥০ আঃ ২৫৲ খং নং ১৪৫০ ৫নং লাট মৌজাদি ঐ ৬৩ শতকের ৶০ অংশের ½ অংশ বৃক্ষাদিসহ মোট খাজনা ২।৭ পাই পরতামত কাত ৶০ আঃ ২৫৲ খং নং ১২৬১

নোটিশ

মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বহরমপুর।

এতদ্দ্বারা সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ্ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে ৩০।৩।৭৩ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন অফিস কার্য্যকালে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত উপরে উল্লিখিত অফিসে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের আপত্তির বিষয় অবগত করাইবেন।

যে সকল জমি বন্ধক দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিবরণ :—

দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ	থানা	পরগণা	তৌজি নং	রেঃ সাঃ নং	জে, এল নং	মৌজা	খতিয়ান নং (হাল)	সম্পূর্ণ দাগ নং সমূহ (হাল)	পরিমাণ এঃ শতক	দেয় খাজনা	খতিয়ানে উল্লিখিত মালিকের নাম
(ক) সের আলি সেখ ওরফে মণ্ডল গ্রাম—পোপাড়া থানা—সাগরদীঘি জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১৬০০·০০ টাকা।	সাগরদীঘি	আকবরসাহী	৩৩২	২২৯	১০০	হলদী	৩২১	২২৩	২·০৫	৯·৬১ টাকা	কুলকুন্তলিনী দেবী
(খ) শ্রীনন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম—বেগমগঞ্জ (নূতনপাড়া) থানা - জিয়াগঞ্জ জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১৪০০·০০ টাকা।	সাগরদীঘি	গোয়াস	৫২৩	২৩	১১	দোহাইল ডাঙ্গাপাড়া	৮৭৮/১	৬০৬	০·৬৪	২·০০ টাকা	নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
	”	”	”	২১	১০	চকসিহারা	৩৪	৩০	০·৭৭	২·৪০	”
(গ) ১। গুমানী সেখ ২। জুব্বার সেখ গ্রাম—অনন্তপুর থানা—নবগ্রাম জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৫০০০·০০ টাকা।	নবগ্রাম	কুতুবপুর	১২৪৭ বীরভূম	১৩১	১৬	অনন্তপুর	১৩৭	৮৩১/১৪৭৭, ৮৩, ২৮৩, ৭৪, ৩৬১, ৩৭৩, ৪৮০, ৪৯৪, ৫৪৬, ৬৩৫, ৬৮৩, ৭০০, ৭৫৭, ৭৬০, ৮৩১, ৮৪৮, ৯২৪, ১২৯৯, ৩৬১	৩·৩৯	১৫·১৪	১। গুমানী সেখ ২। জুব্বার সেখ
	”	”	”	”	”	”	৩২৪	৪১৬/১৪২২	১·৫৮	৬·২৫	” ”
(ঘ) এনামুল হক গ্রাম—নিমগ্রাম বেলুড়ি থানা—নবগ্রাম জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৪০০০·০০ টাকা।	নবগ্রাম	রাধাবল্লভপুর	৩৯৫	৪৮	৯	মহলা	৭৮	৮৯৫, ৮৯৮, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৮, ১০০০, ১০১০, ১০০২	৪·৬২	২·৮১ টাকা	এনামুল হক
(ঙ) একরামুল হক গ্রাম—হারুয়া থানা—সুতী জেলা—মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ৫০০০·০০ টাকা।	সুতী	সুলতান উজিয়াল	২১৯৪	২২	৪৩	হারুয়া	৫১৭	৩৮৮	০·৫৬	২·২৯	একরামুল হক
	”	”	”	”	”		৭৭৬	৩৮৯, ৭৬৪	১·৯৩	১৬·৭৭	”
	”	মুরারীপুর	৩২৫	১৪	৩১	আলুয়ানী	৩৪২	২১১৭, ২১১৬, ২১১৯, ২১৮৪	৩·২৩	৫·০০	মফীজান্নেসা বিবি একরামুল সেখ

তাং ৮-৩-৭৩ মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে **N. Banerjee,** ম্যানেজার

॥ গাল গল্প ॥

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৫ই মার্চ্চ—কয়েকজন সাংবাদিক মিলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের সাম্প্রতিক সফরের সামিল হয়েছিলাম রিপোর্টিংয়ের জন্য। মালদহের এক মফঃস্বলে শামসী না, চাঁচোল, কোথায় মহকুমা সদর হবে, তাই নিয়ে বিক্ষোভের আওয়াজ উঠেছিল। মুর্দ্দাবাদ ধ্বনিও শোনা যায়। শ্রীরায় উত্তেজিত। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবিলা করার পর পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখরোচক এক গল্প শোনালেন।

পুরী থেকে ফিরছেন সস্ত্রীক শ্রীরায়। ষ্টেশনে নেমে অন্য এক দম্পতির সন্তানসন্ততির ট্রেন থেকে নামার দৃশ্য দেখছেন। অনেক কটি ছেলেমেয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন সবই ওই দম্পতির সন্তানসন্ততি কিনা এবং সংখ্যায় কটি। ভদ্রলোকের উত্তর—সঠিক বলতে পারছেন না। খাতায় লেখা নামের রোলকল করে বলতে পারবেন। গল্পটি বলে শ্রীরায় বললেন 'বুঝুন ভদ্রলোকের অবস্থা'। বর্ত্তমান সময়ে বেশী সন্তান পরিবারে কি রকম অবস্থার সৃষ্টি করে। শ্রীরায় আরো জানালেন সভায় "ভাই, মেয়ে মানুষ পোষা কি কম কথা! একটি বৌয়ের ঠ্যালায় তো সর্ষর ফুল দেখতে হয়। এর পর যদি দুটি বা তিনটি বৌ থাকে তবে তার অবস্থা অনুমান করুন। বৌ আর হাতী পোষা হিম্মতের দরকার।" সভায় হাসির রোল। শ্রীরায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মায়া রায়ও সভায় উপস্থিত, কিন্তু সলজ্জ স্মিতহাসি মুখে।

ঘুষ নিতে গিয়ে—

সাগরদীঘি, ২৬শে মার্চ্চ—একদল জুয়ারীর কাছে ঘুষ নিতে গিয়ে এই থানার কনষ্টেবল শ্রীযোগেশ পোদ্দার গ্রেপ্তার হয়েছেন। প্রকাশ, এই থানার বেলঘরিয়ার মোড়ে প্রায় প্রতিদিনই ঐ জুয়ারী দলের আড্ডা বসে। শ্রীপোদ্দার ২৩শে মার্চ্চ তাদের কাছ থেকে ২০০ টাকা দাবী করলে তারা ২৪শে মার্চ্চ তাঁকে আসতে বলে। ঐ দিন তিনি সাদা পোষাকে টাকা চাইতে গেলে তারা তাঁকে উত্তম-মধ্যম ধোলাই দিয়ে পালিয়ে যায়। শ্রীপোদ্দারকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে।

ধুলিয়ানে জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন

[নিজস্ব সংবাদদাতা]

ধুলিয়ান, ২৪শে মার্চ্চ—গত ২১শে মার্চ্চ সকালে ধুলিয়ান বাজারে মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী, গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ, বেকারী প্রভৃতির উপর প্রস্তাব গ্রহণ করে জেরাত আলী ও পরিচয় দাশগুপ্তকে যথাক্রমে সম্পাদক ও সভাপতি নির্ব্বাচিত করে ৩৩ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে বিহার, মালদহ ও মুর্শিদাবাদে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

ঐ দিন বিকেলে হাই স্কুল মাঠে প্রায় দু'হাজার লোকের প্রকাশ্য অধিবেশনে ভাষণ দেন সি, পি, এম নেতা জ্যোতি বসু। তিনি বলেন—বিড়ি সমস্যা শুধু মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি শ্রমিকদেরই নয় এটা সর্ব্বভারতীয় বিড়ি শ্রমিকদের সমস্যা। এই সমস্যা দূর করতে হলে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন দরকার। তিনি বর্ত্তমান সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্য, অগণিত যুবক বেকার—সেখানে বর্ত্তমান সরকার চাকরী দেবার নামে কেবল প্রতিশ্রুতির পাহাড় রচনা করছেন। গত সাধারণ নির্ব্বাচন কিভাবে সমাধা হয়েছে তাও তিনি বিশ্লেষণ করেন। গঙ্গা ভাঙ্গনের ব্যাপারে তিনি সভার পূর্ব্বে মোটামুটি ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, ভাঙ্গনরোধে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকার পরস্পরের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেরা সরে দাঁড়াতে চান। পরিকল্পনায় ত্রুটির জন্য যে ক্ষয়ক্ষতি তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এর জন্য টাকা কেন্দ্রকে দিতে হবে। ৪০০.৫০ কোটি টাকা কেন্দ্র প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিয়ে যাচ্ছে, বিনিময়ে পঃ বঙ্গ পাচ্ছে মাত্র ৫০.৬০ কোটি টাকা। সর্ব্বশেষে শ্রীবসু ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। এ ছাড়া ভাষণ দেন স্থানীয় নেতা জেরাত আলী, জেলা নেতা প্রাণরঞ্জন চৌধুরী ও জেলা শিক্ষক নেতা সুনীতি বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের নবনিযুক্ত সভাপতি পরিচয় দাশগুপ্ত।

তাঁতশিল্পে সঙ্কট

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে মার্চ্চ—গত ২০শে মার্চ্চ সংসদ সদস্য ত্রিদিব চৌধুরী গঙ্গা ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন করে ফিরবার পথে সেকেন্দ্রা বয়ন শিল্প সোস ইটির শিল্পীদের কাছে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। সুতোর অভাবে প্রায় ৩৭৫টি তাঁত আজ সংকটের মুখে। তাঁরা ধুলিয়ান প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় সুতো কিনে থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই সুতো পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারী-ভাবে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হলে তাঁরা উপকৃত হন। তাঁদের তৈরী ধুতি, লুঙ্গী ইত্যাদি দামেও সস্তা এবং বাজারে চাহিদাও প্রচুর। সুতরাং তাঁদের সংকট মোচনে সরকারের এগিয়ে আসা কর্ত্তব্য।

অকালে নিভিল, হায়!

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৬শে মার্চ্চ—উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞানের পদার্থ বিদ্যার প্রশ্নের উত্তর আশানুরূপ না হওয়ার দুঃখে ব্যারেজ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেধাবী বলে পরিচিত সুকুমার সাহা নামে বিজ্ঞান শাখার এক ছাত্র গত ২৪শে মার্চ্চ রাত্রির চলন্ত ডাউন নিউজলপাইগুড়ি-হাওড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনের তলায় আত্মহত্যা করেছে। প্রকাশ, স্পর্শকাতর এই ছাত্রটি তার বেপরোয়া আত্মহত্যার মিনিট কয়েক পূর্ব্বে এক চিঠিতে তার আত্মহত্যার কারণ লিখে গেছে। সুকুমার এখানে এন. পি. সি. সি-তে কর্ম্মরত তার দাদা শ্রীজে. কে. সাহার কাছে থাকত। তার বাবা এবং মা বর্ত্তমানে বাংলাদেশে। মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য মর্গে প্রেরিত হয়।

মৃত ছাত্রটির স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোকে মুহ্যমান এখানকার ব্যারেজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের এক বিরাট মৌন শোক-মিছিল বের হয় গত ২৫শে মার্চ্চ সন্ধ্যার প্রাক্কালে। শোকচিহ্ন পরিহিত মিছিলটির পুরোভাগে ছিলেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরায়। মিছিলটি উপনগরীর পথ পরিক্রমা করে এক সভায় মিলিত হয় শোক প্রকাশের জন্য।

পরীক্ষাকক্ষের নেপথ্যে ঃ

আমাদের জঙ্গিপুরের সংবাদদাতা জনাচ্ছেন- জঙ্গিপুর পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষাচলাকালীন পরীক্ষা চত্বরের বাইরে দু'একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও আপাত দৃষ্টিতে বাইরে থেকে মনে হয়েছে এবার পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। কিন্তু ধারনাটা ভুল। পরীক্ষাকক্ষে নকল করার চিত্র অন্যান্যবারের চেয়ে অনান নয়। পরীক্ষার্থিগণ শুধু তাদের বই ও কাগজপত্র নিয়ে নকল করেনি, কতিপয় কর্ত্তব্যরত নীতিবিদ্ শিক্ষক-ইনভিজিলেটর আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষ ত্যাগ করে পার্শ্ববর্ত্তী ঘরগুলোতে গিয়ে পরীক্ষার্থিনীদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বলে জানা গেল। নির্ভরযোগ্যসূত্রে আরও জানা যায়, জনৈকা শিক্ষিকা পরীক্ষার্থিনীদের অসদুপায় অবলম্বন করতে না দেওয়ায় তারা তাঁর অলক্ষ্যে তাঁর কাপড়ে কালি নিক্ষেপ করে। সম্প্রতি ছাত্রপরিষদ আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে জানা গেল, পরীক্ষাকেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ পরীক্ষাচলাকালীন পরীক্ষাকক্ষ পরিদর্শনকালে বাইরের কিছু লোক নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা —তিনি যা করছেন তা কী বিধিসম্মত?

আমাদের ধুলিয়ানস্থিত সংবাদদাতা জানাচ্ছেন— কাঞ্চনতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে বাইরে থেকে পরীক্ষার্থীদের নকল করার কাগজপত্র সরবরাহ করতে গিয়ে কয়েকজন যুবক পুলিশের হাতে নাজেহাল হয়েছে। কয়েকজন পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করতে গিয়ে পরীক্ষাকক্ষ হতে বহিস্কৃত হয়েছে।

১ম পৃষ্ঠার পর [ছাত্র-যুব কংগ্রেসের কর্মী গ্রেপ্তার]

এবং তিনি নাকি প্রতিনিধিদের সাথে অমার্জিত ভাষায় কথাবার্তা বলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রপরিষদের জেলা সম্পাদক জানান, আমরা তখন ২৪ ঘণ্টার ধর্ম্মঘটের ডাক দিই এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু দোকানপাট ও জঙ্গিপুরের গণেশ টকীজ বন্ধ হয়ে যায়।

'হঠাৎ আপনারা ধর্ম্মঘট ডাকলেন কেন?' আমাদের প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রতি জনসমর্থন আছে কিনা জানবার জন্য।'

রঘুনাথগঞ্জ থানার ও, সি-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রতিনিধি জানতে পারেন গত ২৩শে মার্চ্চ উক্ত সমীর সিংহ এ, এস, আই ভূপালচন্দ্র দে সহ অন্যান্য পুলিশকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি ও পুলিশের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে দলের মধ্যে মিশে যান। পরে পুলিশ তাঁকে একাই পেয়ে স্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেন। ও, সি জানান, জনৈক ধৃত যুবকের কাছ থেকে পুলিশ পরীক্ষায় নকল করার কাগজপত্র উদ্ধার করেন। পরীক্ষাকেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ থানায় এসে তাঁকে জানান, পুলিশ খুব ধৈর্য্য সহকারে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করছেন এবং ধৃত যুবকদের কয়েকজন পরীক্ষা কক্ষে নকল কাগজপত্র পাচারের চেষ্টা করছিলেন। তিনি বলেন, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ দিন থানার মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জের সাথে ছাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেস প্রতিনিধিদের বাকবিতণ্ডা চলে। ও, সি আরও জানান, পুলিশ ১৪৭।৩৩৭।১৮৮ ধারায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, রাইফেল ছিনতাই, পুলিশের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের অপরাধে তাঁদের পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেন। শেষ সংবাদে প্রকাশ, আসামী পক্ষ পুলিশের বিরুদ্ধে একটা জেনারেল ডাইরী করেছেন। পুলিশ পক্ষও আসামীদের বিরুদ্ধে একটা কেস দায়ের করেছেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ থানার ও, সি ক্ষোভের সাথে জানালেন, 'স্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন কলেজ বন্ধ না রাখলে বেপরোয়াভাবে টুকাটুকি চলবে। আমি নিজে দেখেছি কলেজের ছাদ থেকে নকল করা কাগজ ঢিলের সাহায্যে স্কুলের পরীক্ষা কক্ষে নিক্ষেপ করতে।

১ম পৃষ্ঠার পর, [প্রাথমিক শিক্ষকদের উপর জুলুম]

গত ২৪শে মার্চ্চ এখানকার অর্জুনপুরে দলমত নির্বিশেষে প্রাথমিক শিক্ষকগণের এক সভায় এই জুলুমের তীব্র নিন্দা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষকগণ আজ বুঝতে পারছেন না, সকল রকম অপরাপর বৃত্তিজীবীদের ছেড়ে দরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষকগণকে কেন অপদস্থ করার চেষ্টা হচ্ছে ব্লক বিভাগের তরফ থেকে। বে-ইজ্জতের কারণ মূল্য মাত্র দু'টাকা। চাকুরীজীবী মাত্রেই এবং ব্যবসিকগণ, সরকারী বা বেসরকারী নির্বিশেষে, এই বৃত্তিকরের আওতায় পড়ার কথা। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের অনুবীক্ষণ চক্ষুতে প্রাথমিক শিক্ষকগণই বড় হয়ে দেখা দিয়েছেন। পঞ্চায়েৎ পরিদর্শকের মতে অন্যেরা 'কলম-ফসকিয়ে' গেছেন। এরই নাম নিষ্ঠুর রসিকতা।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘোরতাসনা, চুলের যত্ন নে.

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।